আল্লাহর সুন্দর নাম (SWT)

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

আল্লাহর সুন্দর নাম (SWT)

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

আল্লাহর সুন্দর নাম (SWT)

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

আর রাজ্জাক - প্রদানকারী

আল ফাত্তাহ - ওপেনার

আল আলিম - সর্বজ্ঞ

আল কাবিদ - ঠিকাদার এবং আল বাসিত - সম্প্রসারণকারী

আল খাফিদ - আবাসের এবং আর রাফি - দ্য এক্সাল্টার

আল সামী - সমস্ত শ্রবণ এবং আল বাসির - সমস্ত দেখা

আল হাকাম - বিচারক এবং আল আদল - ন্যায়বিচার

আল লতিফ - সূক্ষ্ম

আল খাবির - সকল সচেতন

আল হালিম - দ্যা লিনিয়েন্ট

আল আজীম - অসাধারণ

আশ শাকুর - প্রশংসাকারী

আল আলী - সর্বোচ্চ উচ্চ

আল হাফিজ - দ্য গার্ডিয়ান

আল মুকিত - পুষ্টিকর/রক্ষক

আল হাসেব - দ্য রেকনার

আল জালিল - দ্য ম্যাজেস্টিক

আল কারীম - সমস্ত উদার

আল মুজিব - প্রার্থনার উত্তরদাতা

আল ওয়াসি - বিশাল

আল হাকিম - জ্ঞানী

আল ওয়াদুদ - প্রেমময়

আল বাইথ - মৃতদের উত্থাপনকারী

আল হক - সত্য

আল আউয়াল - প্রথম এবং আল আখির - শেষ

আল জাহির - দ্য ম্যানিফেস্ট এবং আল বাতিন - লুকানো

আল বার - ভাল কাজ

আল ওয়াকিল - ট্রাস্টি

আল মতিন - ফার্ম

আল হামিদ - প্রশংসিত

আল মুহি - জীবনদাতা এবং আল মুমীত - মৃত্যুদাতা

আল ওয়াহিদ - এক/একক

আল মুনতাকিম - দ্য অ্যাভেঞ্জার

আল জামি - দ্য ইউনিট

আল গনি - ধনী

আল-ধার - যিনি ক্ষতির সিদ্ধান্ত নেন এবং আল নাফি - যিনি উপকারের সিদ্ধান্ত নেন

আল বাকি - চিরস্থায়ী

একটি নূর - আলো

আল হাদি - গাইড

আল ওয়ারিথ - উত্তরাধিকারী

সবুর হিসাবে - রোগী

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

একজন মহৎ চরিত্র গ্রহণের জন্য তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর বরকতময় ঐশী গুণাবলী এবং নামগুলি শিখতে হবে, যাতে তারা প্রতিটি গুণকে তাদের চরিত্রে তাদের মর্যাদা অনুসারে গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী সকলকে ক্ষমাশীল এবং অন্যকে ক্ষমা করে এই গুণটি গ্রহণ করা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

অতএব, এই বইটি এই সমস্ত ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং নামগুলির কিছু আলোচনা করবে যাতে একজন মুসলমান তাদের অর্থ বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারে যতক্ষণ না তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় যাতে তারা শেষ পর্যন্ত মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এটি সহীহ বুখারি, 2736 নম্বরে পাওয়া হাদিসের অর্থ, যা উপদেশ দেয় যে মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে এবং যে ব্যক্তি সেগুলি মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহর সুন্দর নাম (SWT)

আর রহমান - পরম স্নেহশীল এবং আর রহিম - পরম করুণাময়

প্রথম দুটি অনুরূপ ঐশী নাম হল আর রহমান অর্থ, পরম স্নেহময় এবং আর রহিম অর্থ, পরম করুণাময়। T তিনি পরম স্নেহময় মানে যাঁর করুণা সকলকে ঘিরে আছে। এটা স্পষ্টতই মহান আল্লাহ তায়ালারই উপযোগী। মহান আল্লাহর স্নেহ আখেরাতের সুখের সাথে আরও বেশি সম্পর্কযুক্ত এবং তাই বিশ্বাসীদের জন্য সংরক্ষিত। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পরম করুণাময়। এই গুণের অর্থ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে অগণিত অনুগ্রহ দান করেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর করুণা অন্তর্ভুক্ত এবং যোগ্য এবং অযোগ্যদের আলিঙ্গন করে। এর মধ্যে রয়েছে নগ্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং সৃষ্টিকে বিশেষ উপহার দেওয়া। তাঁর করুণা সৃষ্টিকে উপকৃত করে যখন তিনি সৃষ্টির প্রতি করুণাময় হয়ে কোন উপকার পান না। এটি তাঁর করুণাময় প্রকৃতির পরিপূর্ণতা নির্দেশ করে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ যেমন পরম করুণাময়, তাই তাদের প্রতিটি অসুবিধার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে করুণা। উদাহরণস্বরূপ, একজন ডাক্তারের দেওয়া তিক্ত ওষুধটি এখনও খুব করুণাময় বলে মনে হয় না, মহান আল্লাহর নির্দেশে এটি একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নিরাময়ের উত্স হয়ে উঠতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ..."

যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আরোপিত হয়েছে। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 128:

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন। তোমরা যা কষ্ট পাও তা তার জন্য দুঃখজনক; [তিনি] আপনার [অর্থাৎ, আপনার পথনির্দেশ] সম্পর্কে চিন্তিত এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

যখন সৃষ্টির উল্লেখে ব্যবহার করা হয় করুণাময় মানে কোমল হৃদয় এবং করুণাময়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই গুণাবলী অবলম্বন করতে হবে সৃষ্টিকে করুণার দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের সাথে করুণা ও করুণার সাথে আচরণ করে তারা বাধ্য হোক বা পাপী হোক। অনেক হাদিস যেমন সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি, 6030 নম্বর, ইঙ্গিত করে যে যে অন্যের প্রতি দয়া দেখায় না, মহান আল্লাহ তাকে দয়া করবেন না। তাই মুসলমানদের জন্য তাদের কর্মের মাধ্যমে যেমন আর্থিক ও শারীরিক সাহায্য এবং তাদের জন্য দোয়া করার মতো কথার মাধ্যমে সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিমকে পুরস্কৃত করে যে সমস্ত জীবন্ত বস্তু যেমন পশুদের প্রতি করুণা দেখায়। এটি সুনান আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানদের অবশ্যই দয়াময় প্রকৃতি অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা তাদের সমস্ত বিষয়ে করুণা প্রয়োগ করে। এই পদ্ধতিতে কোমল হওয়া মহান আল্লাহর কাছে প্রিয়। জামি আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল মালিক - রাজা

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল মালিক অর্থ, রাজা। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহই হচ্ছেন সকল সার্বভৌমত্বের অধিকারী যা সকল ত্রুটিমুক্ত। এটি এমন এক সার্বভৌমত্ব যার কোনো শুরু নেই, শেষ নেই, কোনো হ্রাস নেই এবং কোনো সীমা নেই। আল্লাহ, মহান, কোনো সীমাবদ্ধতা, অংশীদার বা সাহায্যকারী ছাড়াই ব্যবস্থাপনা এবং বিচারের মাধ্যমে সৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। রাজাকে তাঁর ইচ্ছা পালনে বাধা বা বাধা দেওয়া যায় না। রাজার কোন সৃষ্টির প্রয়োজন নেই যখন প্রতিটি সৃষ্টিই তাকে প্রয়োজন।

মহান আল্লাহকে একমাত্র রাজা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে একজন মুসলমান পরোক্ষভাবে তাঁর কাছে তাদের দাসত্ব স্বীকার করে। অতএব, তাদের অবশ্যই তাঁর সমস্ত আদেশ পালন করতে হবে এবং তাঁর সমস্ত নিষেধ এড়িয়ে চলতে হবে। একজন সত্যিকারের সেবক কখনই রাজার বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে না এবং তার পরিবর্তে তার পছন্দের প্রতি পূর্ণ আস্থার সাথে আত্মসমর্পণ করে যে জ্ঞানী রাজা কেবল তার দাসের জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে বাদশাহ হিসেবে চিনতে পারে তখন তারা সাহায্য চাওয়ার সময় অন্যের দিকে ফিরে যাবে না এবং শুধুমাত্র তার প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তার সমর্থন কামনা করবে। তারা সর্বদা মনে রাখবে যদি তারা রাজার আনুগত্য করে তবে তিনি তাদের সৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তারা যদি মহান আল্লাহর উপর সৃষ্টির আনুগত্য করে তাহলে সৃষ্টি তাদের একমাত্র রাজার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না । সুনানে আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেছেন যে সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই।

একজন মুসলমানের উচিত তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক বাদশাহ তথা আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পবিত্র কুরআনে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর আমল করার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। এটি তাদের দাসদের অর্থ, তাদের শারীরিক অঙ্গ, ধার্মিকতার কাজে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে বাধ্য করবে। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হলে শরীরের বাকি অংশ পবিত্র থাকবে কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যদি কলুষিত হয় তবে সমগ্র দেহ। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। একজনের উচিত তাদের খারাপ ইচ্ছার দাস হওয়া উচিত নয় বরং একজন সত্যিকারের রাজা হওয়া উচিত যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হবে সে পার্থিব জিনিস থেকে মুক্ত হবে। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই মানুষের সত্যিকারের রাজত্ব মিথ্যা হয়।

যে ব্যক্তি এটি নিখুঁত করবে তাকে উভয় জগতে একটি আধ্যাত্মিক রাজ্য দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি দাসত্ব পূর্ণ করে রাজার অধিকার আদায় করে তার চূড়ান্ত গন্তব্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র সর্বশক্তিমান রাজার

উপস্থিতিতে তাদের একটি উচ্চ স্থান দেওয়া হবে। অধ্যায় 54 আল কামার, আয়াত 55:

একজন সার্বভৌম, সক্ষমতার কাছে নিখুঁত সম্মানের আসনে ।"

আল কুদ্দুস - পবিত্র

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল কুদ্দুস, যার অর্থ পবিত্র। মহান আল্লাহর কাছে এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র এবং সকল সম্ভাব্য ত্রুটি ও ঘাটতি থেকে মুক্ত এবং যিনি পরিপূর্ণতার প্রতিটি গুণকে অতিক্রম করেছেন।

একজন মুসলিমের উচিত মহান আল্লাহর কাছে তাদের সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং তাদের প্রিয় গুণাবলী দান করার জন্য অনুরোধ করা উচিত। তাই একজন মুসলমানের উচিত সক্রিয়ভাবে তাদের শরীরকে পাপ থেকে শুদ্ধ করা। মন্দ কামনার অনুসরণ থেকে নিজেদেরকে শুদ্ধ করুন। সন্দেহজনক বা বেআইনি উত্স থেকে না অনুসন্ধান করে তাদের সম্পদ শুদ্ধ করুন। তাদের মনকে ঐশী বিধানের গাফিলতি থেকে শুদ্ধ করুন। তাদের উদ্দেশ্য শুদ্ধ করুন যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, এমনকি পার্থিব কাজেও এগুলি ভাল কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, নিজের পরিবারকে বৈধ উপায়ে সরবরাহ করা। এটি সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আস সালাম - শান্তি দাতা

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আস সালাম যার অর্থ শান্তি দাতা। মহান আল্লাহর কাছে এর অর্থ হতে পারে যিনি উভয় জগতের সৃষ্টিকে শান্তি দান করেন।

একজন মুসলিমের উচিত এই বৈশিষ্ট্যটি প্রথমে তাদের জিহ্বার মাধ্যমে গ্রহণ করা এবং তারা যাদের চেনে বা জানে না তাদের সকলের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেয়। জামি আত তিরমিযী, 2688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সে ঈমান আনে এবং একজন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদেরকে ভালোবাসে। এই ভালবাসা ঘটতে পারে যখন মুসলিমরা একে অপরকে শান্তির শুভেচ্ছা জানায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল মুজাম আল কাবীর, 10391 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, আস সালাম মহান আল্লাহর একটি বরকতময় নাম, যা তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন। . অতএব, একজন মুসলমানের উচিত একে অপরকে সালামের মাধ্যমে এই বরকতময় নামটি ছড়িয়ে দেওয়া। শান্তির এই প্রসার ইসলামিক অভিবাদনের বাইরেও প্রসারিত হওয়া উচিত এবং তারা কার সাথে কথা বলছে তা নির্বিশেষে সারাদিনের বক্তৃতায় দেখানো উচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসাই নং 4998-এ পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না অন্যরা তার কথাবার্তা থেকে নিরাপদ না হয়। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্মের মাধ্যমে শান্তির এই প্রসারকে শুধু কথায় নয়। পূর্বে উদ্ধৃত একই হাদিস যোগ করে যে একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে অন্যায়ভাবে অন্য মানুষের ক্ষতি করে না। এবং একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যে এই শান্তিকে অন্য লোকেদের সম্পদে প্রসারিত করে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম মুসলমানদেরকে এই শান্তি প্রসারিত করতে শেখায় প্রাণীর

মতো সমস্ত প্রাণীর প্রতি। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই শান্তি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অর্থ উভয়ই হওয়া উচিত, যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, অন্যের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, অসৎ ইচ্ছা বা অনুরূপ ত্রুটি থাকা উচিত নয়। এটি একজন ব্যক্তিকে একটি সুস্থ আধ্যাত্মিক হৃদয় বিকাশের দিকে উৎসাহিত করবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

পরিশেষে, যে ব্যক্তি উভয় জগতে শান্তি লাভ করতে চায় তাকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে হবে, যা তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত..."

আল মুমিন - বিশ্বস্ত

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল মুমিন, যার অর্থ বিশ্বস্ত। এই ঐশ্বরিক নামের বিভিন্ন সম্ভাব্য অর্থ আছে। একটি হল বিশ্বস্ত সেই ব্যক্তি যিনি মানুষকে বিশ্বাস দান করেন। বিশ্বস্ত তিনিও যিনি তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের এই দুনিয়া ও পরকালে রক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতের সমস্ত নিরাপত্তা শুধুমাত্র মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ প্রদত্ত।

যদি একজন মুসলমান এই সুরক্ষা চায় তবে তাদের উচিত আনুগত্যের চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া উচিত যা তারা মহান আল্লাহর সাথে নিয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। পরিবর্তে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং উভয় জগতে তাদের রক্ষা করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 40:

"...আমার অঙ্গীকার [তোমার উপর] পূর্ণ কর যে আমি [আমার কাছ থেকে] তোমার চুক্তি পূর্ণ করব..."

এবং অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

সৃষ্টিকর্তার সাথে সদয় আচরণ করে এবং তাদের সাথে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করে সকলের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। সৃষ্টির সাথে প্রতারণা বা দুর্ব্যবহার করে কেউ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারে না। যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার অংশ। একজন মুসলিম অন্যকে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এটি প্রকৃতপক্ষে সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বর হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং বিশ্বাসীর চিহ্ন। একজন মুসলিম অন্যদেরকে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সুরক্ষা লাভ করতে উত্সাহিত করে এবং তাদের অবাধ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

আল মুহাইমিন - তত্ত্বাবধায়ক

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল মুহায়মিন, যার অর্থ অধ্যক্ষ। এর অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক দৃষ্টি তার আকার বা অবস্থান নির্বিশেষে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ সৃষ্টির কর্মের সাক্ষী। তিনি তাদের বাহ্যিক শারীরিক কর্ম এবং ভিতরের লুকানো উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। কিছুই তার ঐশ্বরিক দৃষ্টি এড়াতে পারে না.

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহর আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করা, যাতে তারা ঐশী দর্শনের প্রতি নিরন্তর সতর্ক থাকে। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই স্তরটিকে ঈমানের উৎকর্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন কেউ ঐশ্বরিক দৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয় তখন এটি তাদের পাপ থেকে বিরত রাখে এবং সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করে।

একজন মুসলিমের উচিত তাদের নিজের আত্মার একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং ক্রমাগত নিজেদেরকে বিবেচনায় রাখা উচিত যাতে তারা গাফেল না হয়। যেহেতু পাপের প্রধান কারণ হলো গাফিলতি। যে ব্যক্তি নিজেদেরকে আমলে নিবে সে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা সহজ পাবে। যে ব্যক্তি নিজেকে এভাবে দেখে না সে বুঝতে না পেরে পাপ করবে। একজন মুসলমানের এটাও নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সমস্ত লোকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দেবে কারণ এটি তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আল আজিজ - সর্বশক্তিমান

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল আজিজ, যার অর্থ সর্বশক্তিমান। মহান আল্লাহই সকল কিছুর উপর ক্ষমতার অধিকারী, প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা ও ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। অন্য যে কেউ শক্তির অধিকারী তারা তা করে কারণ মহান আল্লাহ তাদের তা দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে বা পরকালে এমন কোন পরমাণু নেই যা মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে বাঁচতে পারে।

যেহেতু সমস্ত ক্ষমতা মহান আল্লাহর, তাই একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে সৎ কাজ করার এবং পাপ থেকে বিরত থাকার শক্তি একমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। এটি তাদের হৃদয়ে অহংকারের কোনো সুযোগ দূর করবে। একজন মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর মূল্যই যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 266 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি তাদের বিশ্বাস শক্তিশালী হতে চায় তাকে সর্বশক্তিমান, মহান আল্লাহকে মানতে হবে। তবেই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেওয়া হবে যা তাদের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে যাতে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। প্রকৃত আনুগত্য একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।"

সত্যই মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান জেনে একজন মুসলমানকে পাপ থেকে বিরত রাখা উচিত। যেহেতু তাদের জানা উচিত মহান আল্লাহর শক্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। উপরন্তু, যখন একজন মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি তাদের হৃদয়ে খোদাই করে, তখন এটি তাদের অন্যদের উপর জুলুম করা এবং অন্যায় করা থেকে বিরত রাখে। তারা পরিপূর্ণভাবে সচেতন হয় যে, তাদের কাছে ন্যায়বিচার চাওয়ার মতো ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তি না থাকলেও মহান আল্লাহ অবশ্যই তাদের হিসাব নেবেন এবং উভয় জগতে তাদের শাস্তি দেবেন। সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অন্যদের প্রতি নিপীড়ন সর্বশক্তিমান, মহান আল্লাহ, বিচার দিবসে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে।

আল জব্বার - বাধ্যকারী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল জব্বার, যার অর্থ বাধ্যতামূলক। এর অর্থ হতে পারে যিনি একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য অতুলনীয় শক্তি প্রয়োগ করেন। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি, শক্তি বা শক্তি নেই।

যখন একজন মুসলিম প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে জানে, মহান, বাধ্যতামূলক, তখন তারা সৃষ্টির মধ্যে কোন কিছুর ভয় করবে না কারণ একমাত্র ইচ্ছা যা কার্যকর হয় তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। উপরন্তু, এই ঐশ্বরিক নামটি মুসলমানদের আশা দেয় কারণ তারা জানে যে যতদিন তারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল থাকবে ততক্ষণ তারা যতই সমস্যার সম্মুখীন হোক না কেন, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, তিনি তা দেবেন। তারা কোনো না কোনোভাবে সফল হয়। সৃষ্টির কোন শক্তিই তা ঠেকাতে পারবে না। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

এই ঐশ্বরিক নামের প্রতিফলনও পাপ থেকে বিরত থাকে। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মানুষের ন্যায়বিচার থেকে যতই নিরাপদ থাকুক না কেন কোনো শক্তি তাদের বাধ্যকারীর ন্যায়বিচার থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

একজন মুসলিমের উচিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধ্য করে এবং মহান আল্লাহর শাস্তির পেছনের অতুলনীয় শক্তির ভয়ে তাদের মন্দ ইচ্ছাকে জয় করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। কোন মন্দ জিনিস মহান আল্লাহর একজন আনুগত্যকারী বান্দাকে পরাস্ত করতে পারে না, কারণ তাদেরকে সরাসরি বাধ্যকারীর কাছ থেকে শক্তি প্রদান করা হয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 42:

"*নিশ্চয় আমার বান্দারা - তাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না...*"

আল মুতাকাবির - গর্বিত

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল মুতাকাবির , যার অর্থ গর্বিত। অহংকার শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, তাঁর সর্বোচ্চ ও অসীম মহিমা, মহিমা, মহিমা ও মহিমার কারণে যা কোনো ত্রুটি বা ত্রুটিমুক্ত।

কোনো সৃষ্টিরই গর্ব করা উচিত নয় কারণ বাস্তবে তাদের গর্ব করার মতো কিছু নেই। তাদের কাছে যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং ভাল কাজ করার এবং পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ একমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অহংকার পরিহার করতে হবে কারণ যার কাছে এক অণু পরিমাণও আছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 266 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যেহেতু গর্বিত হওয়া শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার উপযুক্ত, তাই মুসলমানদের উচিত নম্রতা অবলম্বন করা। এই নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এটি মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক, যা একজন মুসলমান পৌঁছতে পারে এমন সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমন নম্রতা প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6592 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে

নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের প্রতি দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত এবং নিজের জীবন বা জীবনের শেষ পরিণতি হিসাবে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা উচিত নয়। অন্যদের অজানা। নম্রতার একটি দিক হল সত্যকে গ্রহণ করা এবং তা কার কাছ থেকে আসে তা নির্বিশেষে তার উপর কাজ করা।

আল খালিক - স্রষ্টা এবং আল বারি - নির্মাতা এবং আল মুসাউভির - ফ্যাশনার

নিম্নলিখিত ঐশ্বরিক নামগুলিকে একত্রিত করা যেতে পারে।

মহান আল্লাহ হলেন আল খালিক, যার অর্থ স্রষ্টা, আল বারী যার অর্থ নির্মাতা এবং আল মুসাউইর যার অর্থ রূপদানকারী।

স্রষ্টা তিনিই যিনি কিছুকে অস্তিত্বে আনেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই, কারণ তিনিই একমাত্র যিনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি করেন। অপরদিকে, একজন উদ্ভাবক শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সাহায্যেই জিনিস উদ্ভাবন করেন। অধ্যায় 37 সাফফাত, আয়াত 96:

"যখন আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তুমি যা কর?"

স্রষ্টা তিনিই যিনি সৃষ্টির সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং তাদের জন্য তিনি যে রূপগুলি বেছে নিয়েছেন তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেন যা পূর্বে উল্লেখিত পরবর্তী ঐশ্বরিক নামের সাথে যুক্ত, অর্থাৎ ফ্যাশনার।

সৃষ্টিকর্তা জিনিস প্রকাশ করেন। নির্মাতা তাদের আকৃতি, চেহারা এবং সৃষ্টির সময় বেছে নেন। ফ্যাশনার তার ঐশ্বরিক ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টিকে সাজান।

এই স্বর্গীয় নামগুলি বোঝার পর একজন মুসলিমকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করতে হবে। মহান আল্লাহ যদি সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং পরিচালনা করেন তবে তিনি একজন ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বেশি সক্ষম। উপরন্তু, এই নামগুলি ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ, মহান, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন এবং চয়ন করেন। তাই একজন মুসলিমের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত নয়, কারণ এতে হতাশা ছাড়া আর কিছুই আসে না। তাই আনুগত্য সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে ত্রাণের অপেক্ষা করা উত্তম এই জেনে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত দেন যদিও এই প্রজ্ঞা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। একজন মুসলিম অদূরদর্শী হওয়ায় সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা রাখাই উত্তম যার জ্ঞানের কোন সীমা নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আল গাফফার - সমস্ত ক্ষমাশীল

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল গাফফার, যার অর্থ যিনি প্রায়শই ক্ষমা করেন। মহান আল্লাহ তাঁর অনুতপ্ত বান্দাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন এবং ঢেকে দেন তাদের শাস্তি না দিয়ে বা কোনোভাবেই তাদের বিরুদ্ধে না ধরে। তিনি একজন ব্যক্তির মন্দ লুকানো ক্ষণস্থায়ী চিন্তাগুলিকে প্রকাশ না করে বা শাস্তি না দিয়ে গোপন করেন এবং ক্ষমা করেন। যদি একজন ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী চিন্তাগুলি অন্য লোকেদের কাছে প্রকাশ করা হয় তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের ঘৃণা করবে।

একজন মুসলিমের কখনই মহান আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারানো উচিত নয়, কারণ এটি অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 87:

"...এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ত্রাণ থেকে নিরাশ হয়ো না। প্রকৃতপক্ষে, কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে মহান আল্লাহর ক্ষমা সীমাহীন এবং তাদের পাপ সর্বদা সীমিত থাকবে। সীমাবদ্ধ কখনই সীমাহীনকে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে এটা তার জন্য প্রযোজ্য যে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তার জন্য নয় যে ব্যক্তি পাপ করতে থাকে এই বিশ্বাস করে যে তাদের ক্ষমা করা হবে। এটা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা, মহান আল্লাহর ক্ষমার প্রকৃত আশা নয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং প্রয়োজনে

মানুষের কাছ থেকে একই বা অনুরূপ পাপ থেকে পুনরায় বিরত থাকার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং মহান আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। মানুষ

মুসলমানদের উচিত অন্যের ভুল উপেক্ষা করে এবং ক্ষমা করে এই আশীর্বাদপূর্ণ ঐশী নামের উপর কাজ করা। এটা বোঝা যৌক্তিক যে, কেউ যদি মহান আল্লাহর ক্ষমা চায়, তবে তার উচিত অন্যকে ক্ষমা করতে শেখা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

পরিশেষে, মহান আল্লাহ যেমন একজন ব্যক্তির মন্দ লুকানো ক্ষণস্থায়ী চিন্তাগুলিকে গোপন করেন, একজন মুসলিমকে যখন উপযুক্ত হয় তখন অন্যের দোষ গোপন করতে হবে। এর ফলে মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল কাহার - আধিপত্যকারী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল কাহার, যার অর্থ আধিপত্যকারী। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এর অর্থ যিনি অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে এবং অসীম জ্ঞান ও সচেতনতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন।

যে মুসলমান আল্লাহর সৃষ্টির উপর মহান আল্লাহর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আধিপত্য বুঝতে পারে সে সকল প্রকার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকবে। তারা অন্যদের উপর অত্যাচার করবে না জেনে যে তারা মহান আল্লাহর আধিপত্যকারী শক্তি থেকে পালাতে পারবে না, এমনকি যদি তারা পুলিশের মতো জাগতিক লোকদের বাহিনী থেকে পালিয়ে যায়।

একজন মুসলমানের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর তাদের অভ্যন্তরীণ মন্দ ও নিরর্থক কামনা-বাসনার উপর আধিপত্য বিস্তার করে মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে, যা শুধুমাত্র তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। তাদের এই শক্তি ব্যবহার করা উচিত এমন সমস্ত জিনিস দূর করার জন্য যা তাদের মহান আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনে বাধা দেয়। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞানার্জন ও তার উপর আমল করা। জ্ঞান নিরর্থক এবং খারাপ ইচ্ছার নেতিবাচক পরিণতি প্রকাশ করে। এটি তাদের ত্যাগ করতে উত্সাহিত করবে। তাগাবুনে অধ্যায় 64, আয়াত 16:

"... আর যে ব্যক্তি তার আত্মার কৃপণতা থেকে রক্ষা পাবে, তারাই সফলকাম হবে।"

যিনি সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন তিনিই একমাত্র তিনিই একজন মুসলিমকে উভয় জগতের মুখোমুখি হতে পারে এমন সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারেন। একমাত্র তিনিই তাদের সৎ কাজ করার এবং পাপ থেকে বিরত থাকার শক্তি জোগাতে পারেন। এই তিনটি উপাদান একত্রিত হওয়া একজন মুসলমানের জন্য অনন্ত সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন এবং এগুলি সেই মুসলিমকে দেওয়া হবে যারা আধিপত্যকর্তা, মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলে।

আল ওয়াহহাব - দাতা

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল ওয়াহাব, যার অর্থ দাতা। মহান আল্লাহর সম্মানে, এর অর্থ তিনি যিনি অসীম অনুগ্রহশীল এবং প্রতিদান বা বাহ্যিক কারণ ছাড়াই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ দান করেন। তিনি না চাইতেই উদারভাবে দেন।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ কামনা করবে, কারণ তারা জানে যে দাতা জিজ্ঞাসা করা পছন্দ করেন। জামি আত তিরমিযী, 3571 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে দানকারীর কাছ থেকে অনুগ্রহ চায় তার জানা উচিত যে তা তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রাপ্ত যে কোন পার্থিব নিয়ামত উভয় জগতের মালিকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একজন মুসলিমের উচিত হবে দানকর্তার আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তার থেকে উপকারী আশীর্বাদ লাভের চেষ্টা করা। যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে সমস্ত আশীর্বাদ দানকারীর দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে তারা তাঁর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে তার কাছে থাকা সমস্ত নিয়ামত ব্যবহার করে। এতে বরকত বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের দেওয়া আশীর্বাদ দান করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা উচিত। যে অন্যকে দান করবে তাকে তার চেয়ে বেশি দেওয়া হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

যদিও কারো পক্ষে বিনিময়ে কিছু কামনা না করে অন্যকে তাদের আশীর্বাদ প্রদান করা অসম্ভব, যদিও তা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই হয়, কারণ এটি এক প্রকার প্রতিদান। কম নয়, একজনের উচিত সর্বোচ্চ স্তরের লক্ষ্য রাখা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদেরকে তাদের আশীর্বাদ প্রদান করা এবং পার্থিব কারণে তা করা থেকে বিরত থাকা, কারণ এতে উভয় জগতেই ক্ষতি হয়। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আর রাজ্জাক - প্রদানকারী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আর রাজাক, যার অর্থ প্রদানকারী। মহান আল্লাহ হলেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা এবং রিযিকের বরাদ্দকারী যা তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গঠন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সমগ্র সৃষ্টির বিধান আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

যে ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে তাদের সৃষ্টির আগে তাদের জন্য যেভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছিল সেভাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। তারা এই নির্ভরতা প্রমাণ করবে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হালাল রিযিক লাভের চেষ্টা করে এবং হারাম ও সন্দেহজনক কিছু থেকে বিরত থাকবে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের খাদ্য ও পানীয় আকারে শারীরিক বিধান প্রয়োজন। একইভাবে একজন মুসলিমের আত্মারও রিযিকের প্রয়োজন। এই বিধান এটিকে শক্তিশালী করে এবং এটিকে শাশ্বত সুখের দিকে নিয়ে যায়। এই বিধানটি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের আকারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এসবের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। তাই, মুসলমানদের উচিত আত্মার এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান লাভের সাথে সাথে তাদের দৈহিক দেহের জন্যও সচেষ্ট হওয়া। এই ক্ষেত্রে দুটি উপাদান মনে রাখা উচিত। কারও নিশ্চিত বিধান লাভের জন্য বেআইনি এবং অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালাবেন না। এবং অপব্যবহার বা অপব্যবহার না একটি লাভ রিজিক.

একজন মুসলমানের উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের আশ্রিতদের ভরণপোষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। এর মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিধান প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমেরও নিজের জন্য দারিদ্র্যকে ভয় না করে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অভাবীদের জন্য একই কাজ করা উচিত। তাদের সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখা উচিত, যেটি পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহ অন্যের প্রয়োজনের যত্ন নেওয়া মুসলমানের চাহিদা পূরণ করবেন।

আল ফাত্তাহ - ওপেনার

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল ফাত্তাহ, যার অর্থ ওপেনার। এর অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি সৃষ্টির জন্য বিশেষ করে বিপদের সময় রহমতের ভান্ডার খুলে দেন।

যে ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে মুক্তি চাইবে, তিনিই জানেন যে তিনিই তাঁর অসীম ভাণ্ডার থেকে এটি প্রদান করতে পারেন। এটি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল মহান আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে আন্তরিক আনুগত্য করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

মহান আল্লাহকে অমান্য করা এবং তারপর তার কাছে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একটি খোলার আশা করা নিছক বোকামি।

একজন মুসলমানের উচিত এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করা উচিত তাদের জন্য সহজ এবং খোলার ব্যবস্থা করে যারা তাদের কাছে থাকা উপায় অনুযায়ী মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তার মতো কষ্টের সম্মুখীন হয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে সাহায্য করতে ব্যস্ত, সে এইভাবে মহান

আল্লাহর সর্বদা সমর্থন পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

আল আলিম - সর্বজ্ঞ

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল আলিম, যার অর্থ সর্বজ্ঞ। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, কারণ আকাশমণ্ডলী হোক বা যমীনে দৃশ্যমান হোক বা না হোক কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। মহান আল্লাহর জ্ঞানের কোন সীমা নেই, এর কোন শুরু নেই এবং শেষ নেই এবং এটি সহজাত অর্থ, কেউ তাকে তা দেয়নি। জ্ঞানের অধিকারী প্রত্যেক সৃষ্টিকে তা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দান করেননি। সৃষ্টির জ্ঞান সীমিত এবং একটি শুরু আছে। মহান আল্লাহ সর্বদা একজনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, এই সবই জানে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবে। উপরন্তু, তারা পার্থিব বিষয়গুলি সম্পর্কে জোর দেবে না যে, মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং সঠিক সময়ে তাদের উত্তর দেবেন।

একজন মুসলমানের উচিত পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ধরনের উপকারী জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা যা তাকওয়ার পথ। ইনিই হলেন মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, যা সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে। মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান ছাড়া কর্ম বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে এবং কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোনো লাভ নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে অশিক্ষিত এমন লোক রয়েছে যারা [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত] ছাড়া কিতাব জানে না , কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

এবং অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

" যাদের কাছে তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা গ্রহণ করেনি তাদের উদাহরণ হল একটি গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

তাই জ্ঞান দিয়ে শুরু এবং কর্ম দিয়ে শেষ করতে হবে।

আল কাবিদ - ঠিকাদার এবং আল বাসিত - সম্প্রসারণকারী

মহান আল্লাহ হলেন আল কাবিদ আল বাসিত, যার অর্থ যিনি সংকুচিত করেন এবং প্রসারিত করেন। এর অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি পরীক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমে কারো জীবন ও রিযিকের চুক্তি করেন। এবং তিনিই একমাত্র যিনি ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং অসুবিধা থেকে মুক্তির মাধ্যমে এই জিনিসগুলিকে প্রসারিত করতে পারেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা তাদের জন্য সর্বোত্তম তা প্রদান করেন। উদাহরণ স্বরূপ, কারো কারো বিশ্বাস তখনই দৃঢ় থাকবে যদি তাদের জীবন সংকুচিত হয় কারণ যদি তারা সম্প্রসারণের সময়ে পৌঁছে যায় তবে তারা সীমার বাইরে চলে যাবে যা তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। বিপরীতভাবে, কারো কারো বিশ্বাস তখনই দৃঢ় থাকবে যদি তারা জীবনের সম্প্রসারণ অনুভব করে কারণ অসুবিধা তাদের বিশ্বাসকে নড়বড়ে হতে পারে যা অধৈর্যতা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় আল্লাহ তার জীবনকে সংকুচিত করেন এবং যে তাঁর আনুগত্য করে তার জীবনকে প্রসারিত করেন, এমনকি যদি তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই আনুগত্যের সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা তারা তাকে সন্তুষ্ট করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত..."

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে তার জন্য কৃতজ্ঞ হবে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলবে। সংকোচনের সময় তারা ধৈর্যশীল থাকবে এবং প্রসারণের সময় তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। সহীহ মুসলিমের 7500 নম্বর হাদিস অনুসারে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে সর্বদা সর্বাবস্থায় বরকত পাবে। উপরন্তু, তারা তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে বিস্তৃতি কামনা করবে কারণ তারা বুঝতে পারবে যে পার্থিব সম্পদ থাকা শান্তির দিকে পরিচালিত করে না। একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যেই তারা তা পাবে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

" *...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়।"*

মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন সমস্ত জিনিস থেকে দূরে সরে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা উচিত এবং মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা প্রসারিত করা উচিত। তাদের উচিত এই জড় জগতের আধিক্য কমিয়ে নিজেদের জীবনকে সংকুচিত করা এবং অন্যের জীবনকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উপকার করার চেষ্টা করে প্রসারিত করা। এর একটি দিক হল অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অসীম রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রসারিত করা এবং মহান আল্লাহর শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সংকুচিত করার মাধ্যমে এর ভারসাম্য বজায় রাখা। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

" তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] মানবজাতির জন্য উৎপন্ন। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর..."

আল খাফিদ - আবাসের এবং আর রাফি - দ্য এক্সাল্টার

পরের ঐশ্বরিক নামটি হল আল খাফিদ আর রাফী, যার অর্থ হল আল্লাহ, মহান, আব্বাসকারী এবং মহান। মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর নাফরমানিকারীদের লাঞ্ছিত করেন। একজন অবাধ্য ব্যক্তি কিছু পার্থিব সাফল্য লাভ করলেও তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে উঁচু করেন। এমনকি যদি একজন আনুগত্যকারী মুসলিম দুনিয়াতে পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে শেষ পর্যন্ত তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহ কর্তৃক উন্নীত হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 26:

" বলুন, হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান কর এবং যাকে ইচ্ছা নত কর। তোমার হাতেই [সমস্ত] মঙ্গল।, তুমি সব বিষয়ে পারদর্শী।"

একজন মুসলমান যে এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে তাই সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে বা পার্থিব জিনিসের মাধ্যমে পার্থিব সাফল্য অন্বেষণ করবে না যদি এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, কারণ তারা জানে যে এই পথটি কেবল উভয় জগতে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশী নামের উপর কাজ করতে হবে যেগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা উত্থাপন করেছেন এবং যে জিনিসগুলোকে আল্লাহ

অপদস্থ করেছেন সেগুলোকে অপছন্দ করে প্রশংসা করে। শুধু কথায় নয় কর্মের মাধ্যমে এটা দেখাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের অবশ্যই পরকালের প্রশংসা করতে হবে এর জন্য প্রস্তুত করার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে। এবং তারা অবশ্যই এই জড় জগতের আধিক্যকে অপছন্দ করবে জেনে রাখুন, মহান আল্লাহ এটিকে হেয় করেছেন কারণ এটি একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে একজনের উচিত তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার উচ্চ লক্ষ্য রাখা এবং পার্থিব আনন্দ অর্জন এবং উপভোগ করার মতো নিচু লক্ষ্য এবং শেষ লক্ষ্যগুলি গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা। একজন ব্যক্তির মূল্য তাদের লক্ষ্যের সমান। যদি তাদের লক্ষ্য উচ্চ হয় তবে তারা উচ্চতর হবে, কিন্তু যদি তাদের লক্ষ্য নিচু হয় তবে তারা একটি হীন এবং অর্থহীন অস্তিত্ব যাপন করবে। টিনের অধ্যায় 95, আয়াত 4-6:

" নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সর্বোত্তম মর্যাদায় সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে ফিরিয়ে দেই। ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

আল সামী - সমস্ত শ্রবণ এবং আল বাসির - সমস্ত দেখা

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল সামী আল বাসির, যার অর্থ হল সমস্ত শ্রবণ এবং সমস্ত দেখা।

কোন কিছুই তার আকার ও অবস্থান নির্বিশেষে মহান আল্লাহর দৃষ্টি ও শ্রবণের নাগালের বাইরে নয়।

যে মুসলিম এই স্বর্গীয় নামটি বোঝে তারা তাদের কাজ এবং কথাবার্তায় অত্যন্ত সতর্ক থাকবে। একইভাবে কেউ যখন তাদের শ্রবণে এবং এমন কাউকে দেখে তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সতর্ক হয় যাকে তারা সম্মান করে বা ভয় করে একজন সত্যিকারের মুসলমান তাদের আচরণের বিষয়ে সতর্ক থাকে যে কোন কথা বা কাজ মহান আল্লাহকে এড়িয়ে যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে কাজ করা হল ঈমানের উচ্চ স্তর যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি কেউ এই আচরণের উপর অবিচল থাকে তবে তারা অবশেষে তারা ঈমানের উৎকর্ষে পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে তারা সালাতের মতো কাজগুলো করে, যেন তারা মহান আল্লাহকে অবলোকন করে, ক্রমাগত তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। এই মনোভাব পাপ প্রতিরোধ করবে এবং আন্তরিকভাবে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

উপরন্তু, এই ঐশ্বরিক নাম মুসলমানদের উৎসাহিত করে যে তারা যখনই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা কখনোই আশা ত্যাগ করতে পারে না যার

ফলে বিশ্বাস করে যে কেউ তাদের সম্পর্কে সচেতন নয় বা এমনকি তাদের চিন্তাও করে না। মহান আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের দুঃখ-কষ্ট শোনেন এবং দেখেন এবং তার বান্দার জন্য সর্বোত্তম সময়ে সাড়া দেবেন। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব..."

এই দুই ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে একজন মুসলিমের এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা উচিত, যেভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশ। অর্থ, হারাম ও অনর্থক জিনিস দেখা উচিত নয় এবং হারাম ও অনর্থক কথা শোনা উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে এগুলো ব্যবহার করা। নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলি প্রায়শই বেআইনীর প্রথম পদক্ষেপ। এটি সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটি উপদেশ দেয় যে যখন কেউ বাধ্যতামূলক কর্তব্যের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। মহিমান্বিত, তিনি তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তির মতো তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্ষমতা দেন যাতে তারা কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছা এবং আনন্দ অনুসারে তাদের ব্যবহার করে। এই দুটি ইন্দ্রিয়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া সমস্ত জিনিস থেকে উপকৃত হয়, কারণ প্রতিটি ঘটনা, ঘটনা এবং মুহূর্ত তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বার্তা। একটি বার্তা যখন বোঝা যায় এবং তার উপর কাজ করা হয় তখন উভয় জগতেই মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। এটির জন্য একজনকে আত্মমগ্ন হওয়া ত্যাগ করতে হবে যাতে তারা কেবল তাদের নিজস্ব সমস্যা এবং সমস্যাগুলি শুনতে এবং পর্যবেক্ষণ করা এড়িয়ে যায়।

আল হাকাম - বিচারক এবং আল আদল - ন্যায়বিচার

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল হাকাম আল আদল , যার অর্থ বিচারক এবং ন্যায়পরায়ণ। মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর সৃষ্টির কর্মের বিচার করেন এবং সব কিছুর ফলাফল ন্যায়সঙ্গতভাবে বেছে নেন। যে মুসলিম বোঝে যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র ন্যায়ের সাথে কাজ করেন, তিনি সর্বদা তাঁর পছন্দের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাই কষ্টকর পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবেন। ন্যায়পরায়ণতার বিধানে সন্তুষ্ট সে ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিজের সাথে এবং অন্যদের বিষয়ে সর্বদা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ, মহানবী, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অধিকার পূরণ করা, যদিও তা নিজের ইচ্ছা বা অন্যের ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। সুতরাং [ব্যক্তিগত] প্রবণতা অনুসরণ করবেন না, পাছে আপনি ন্যায়পরায়ণ হতে পারবেন না..."

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে তাদেরকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে আল্লাহর সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই

ন্যায়বিচার করতে হবে। অন্যায় তখনই ঘটে যখন কেউ এই আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। সহীহ বুখারি, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে , অন্যায় আখেরাতের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় । অতএব, যে ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তাকে উভয় জগতে একটি আলো দেওয়া হবে যা তাদের সাফল্য ও শান্তির পথ দেখাবে।

যে এটি অর্জন করবে সে সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বাসী হবে। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র।

আল লতিফ - সূক্ষ্ম

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল লতিফ, যার অর্থ সূক্ষ্ম। মহান আল্লাহ তাঁর আদেশের মাধ্যমে সৃষ্টিকে যেভাবে উপকৃত করেন তাতে সূক্ষ্ম। তাঁর বান্দাদের সংকল্প পরীক্ষা করার জন্য তাঁর আদেশের সুবিধা এবং জ্ঞান ইচ্ছাকৃতভাবে স্পষ্ট নয়। অতএব, যে মুসলমান এই স্বর্গীয় নামটি বোঝে, তারা কঠিন সময়ে ধৈর্য্যশীল থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদকে ব্যবহার করে, পূর্ণরূপে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর প্রতিটি আদেশ, উন্নত, অনেক সূক্ষ্ম সুবিধা আছে যা তাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে তারা যে ভালো কাজগুলো করে থাকে তাতে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে এবং প্রদর্শন এড়াতে যেখানেই সম্ভব গোপন রেখে। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই অন্যদের সাহায্য করতে হবে, তাদের উপায় অনুসারে, সূক্ষ্ম উপায়ে যাতে অভাবী ব্যক্তি তাদের কাছে ঋণী বোধ না করে এবং তাদের সাহায্য চাওয়ার সময় তারা কোনোভাবেই বিব্রত না হয়। অথবা সাহায্যকারীর কখনোই অন্যদের সাহায্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি সূক্ষ্মভাবে অন্যদের সাহায্য করার বিরোধিতা করে।

আল খাবির - সকল সচেতন

পরের ঐশ্বরিক নামটি হল আল খাবির, যার অর্থ হল সমস্ত সচেতন। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ নিয়ত ও অনুভূতি এবং তার বাহ্যিক কাজকর্ম সহ সকল বিষয়েই পূর্ণ অবগত।

যে মুসলিম এটা বোঝে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা কেবল সৎ কাজই করবে না বরং সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে করবে এটা জেনে যে তারা মানুষকে বোকা বানাতে পারবে কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং তাদের জবাবদিহি করবেন। এটা অনুযায়ী

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে উপকারী পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করে এই ঐশী নামের উপর আমল করতে হবে। উপরন্তু, তারা ক্রমাগত তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থা তদারকি করতে হবে। এর মাধ্যমে তারা তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তা সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হবে। একজন মুসলিম তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে গাফেল থাকা উচিত নয়। এর পরিবর্তে তাদের উচিত পূর্ণ সচেতনতার সাথে জীবনযাপন করা এবং তাই মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে।

আল হালিম - দ্যা লিনিয়েন্ট

পরের ঐশ্বরিক নামটি হল আল হালিম, যার অর্থ হল নমনীয়।

মহান আল্লাহ তার জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না যে এটির যোগ্য নম্রতার কারণে। পরিবর্তে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 61:

" এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি এর উপর [অর্থাৎ, পৃথিবীর] কোন প্রাণীকে ছেড়ে দিতেন না, তবে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে থাকবে না এবং অগ্রসরও হবে না।"

যে মুসলিম এটা বোঝে, সে কখনই মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়বে না, বরং সীমা অতিক্রম করবে না এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে না, তাদেরকে কখনো শাস্তি দেবে না। তারা বুঝতে পারে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয় যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই এই ঐশ্বরিক নাম একজন মুসলমানের মধ্যে আশা ও ভয়ের সৃষ্টি করে। একজন মুসলমানের উচিত এই বিলম্বকে অনুতপ্ত হতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা, বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে তখন মানুষের সাথে নম্র আচরণ করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা যেমন তারা মহান আল্লাহকে তাদের উদাসীনতার মুহুর্তে তাদের সাথে নম্র হতে চায়। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের নমনীয় হওয়া উচিত নয় যে পাপের শাস্তি বিলম্বিত হয় তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে তাদেরও নম্রতায় অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

আল আজীম - অসাধারণ

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল আজিম, যার অর্থ অসাধারণ। মহান আল্লাহ সকলের উপলব্ধি ও বোধগম্যতার বাইরে গুণ ও সারমর্মে অসাধারণ।

যে ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয় এমন সমস্ত জিনিসকে ছোট ও তুচ্ছ বলে পালন করবে। মহান আল্লাহর হুকুম ও নিষেধাজ্ঞাগুলি তাদের দৃষ্টিতে অসাধারণ হবে তাই তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে ত্বরান্বিত হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়ে সব বাধাগ্রস্ত জিনিসকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাদের এই কাজে।

একজন মুসলমানের উচিত নম্রতা অবলম্বন করে এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা, কারণ সকলেই মহান আল্লাহর কাছে বিনীত। তাদের উচিত দুর্বলতার চিহ্ন না দেখিয়ে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিনয়ী করে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। একজন মুসলিমেরও উচিত শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার মাধ্যমে তাদের আকাঙ্খাকে প্রচন্ড করা, অন্য কিছু নয় যাতে তারা একজন সর্বশক্তিমান রাজার উপস্থিতিতে একটি দুর্দান্ত অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। অধ্যায় 54 আল কামার, আয়াত 55:

একজন সার্বভৌম, সক্ষমতার কাছে নিখুঁত সম্মানের আসনে ।"

আশ শাকুর - প্রশংসাকারী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম অ্যাশ শাকুর, যার অর্থ প্রশংসাকারী। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের পুরস্কৃত করে। এটি একটি ইঙ্গিত হিসাবে মহান আল্লাহর অসীম রহমতের, যেমন তিনি এক যারা তাদের প্রদান করেছে জ্ঞান, শক্তি, অনুপ্রেরণা সহ এবং এখনও তাঁর আনুগত্য করার সুযোগ , তিনি এখনও তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করে। যে মুসলমান এই সত্যটি বোঝে সে তাদের কাছে থাকা নেয়ামত ব্যবহার করে কৃতজ্ঞ হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী। এতে বরকত বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

একজন মুসলমানের উচিত সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের প্রশংসা করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। এটাকে নিজের অন্তরে স্বীকার করে এবং নিজের নিয়ত সংশোধনের মাধ্যমে করা উচিত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। তাদের কথার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত তাকে খুশি করার উপায়ে কথা বলার মাধ্যমে বা নীরব থাকার মাধ্যমে এবং যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের কাজের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এমনকি যদি কেউ কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর অর্জন করেও তবে তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁর করুণা ব্যতীত সম্ভব নয়, কারণ কৃতজ্ঞতা দেখানোর শক্তি, সুযোগ, অনুপ্রেরণা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান সবই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। উচ্চাভিলাষী। এই সত্যটি বোঝা একজনকে অহংকার থেকে দূরে রাখবে।

উপরন্তু , তাদের অবশ্যই মানুষের দ্বারা করা অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে। জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। যদিও সকল নিয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন, তথাপি সৃষ্টি এই নিয়ামতগুলো একজন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। তাই নেয়ামতের রসূলের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই আসলে প্রেরকের প্রতি কৃতজ্ঞ আশীর্বাদের যথা, মহান আল্লাহ। এটা ঠিক মত যখন একজন রাষ্ট্রদূত একজন রাজাকে সম্মান করা হয় কারণ তারা রাজার প্রতিনিধিত্ব করে। মহান আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন যদিও তিনি তাদের প্রচেষ্টার উত্স হন তবে একজন মুসলিম কীভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা তাদের অনুগ্রহের জন্য মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর চেয়ে উচ্চতর ? মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম কারণ এর মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করা এবং এর পরিবর্তে প্রতিটি নেয়ামতকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার করা জড়িত। এটাই মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 13:

"... আর আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ।"

আল আলী - সর্বোচ্চ উচ্চ

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল আলী, যার অর্থ সর্বোচ্চ। এর অর্থ এই যে, মহান আল্লাহর ঐশী সত্তা ও গুণাবলী অসীম উচ্চ এবং সমগ্র সৃষ্টির নাগালের বাইরে। যে ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে কেবল মহান আল্লাহকে মান্য করবে, কারণ তাঁর চেয়ে উচ্চতর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ আর কিছুই নেই।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষাকে উত্থাপন করে এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে যাতে তারা এই জড় জগতের বাইরে চলে যায় এবং এর পরিবর্তে পরকালের দিকে পরিচালিত হয়। উচ্চতর হল আকাঙ্ক্ষা যা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ, অন্য কিছু নয়। একজন মুসলমানেরও উচিত তাদের নৈতিক চরিত্রকে উন্নীত করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা যাতে তারা খারাপ ও মৌলিক চরিত্রকে ছাড়িয়ে যায় যাতে তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

এই মহৎ চরিত্রটি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে উভয়কেই দেখানো উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা এবং এটি মানুষকে দেখানো উচিত তাদের সাথে আচরণ করে যেভাবে একজন মানুষ হতে চায়। মানুষের দ্বারা চিকিত্সা করা হয়।

আল হাফিজ - দ্য গার্ডিয়ান

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল হাফিজ, যার অর্থ অভিভাবক। এর অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে হেফাজত করেন এবং সংরক্ষণ করেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাদের যত্ন নেন। তিনি শয়তানের চক্রান্ত এবং ফাঁদ থেকে আনুগত্যকারীদের রক্ষা করেন এবং তিনি অবাধ্যদেরকে তার তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে রক্ষা করেন যাতে তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

একজন মুসলিমের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা উচিৎ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া উপায়গুলো ব্যবহার করে, কিন্তু সর্বদা তার ঐশ্বরিক যত্ন এবং পছন্দের উপর আস্থা রাখুন যে কোন পরিস্থিতিতে এবং ফলাফলের মুখোমুখি হয় যদিও তারা কিছু পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। এটি ধৈর্য এবং এমনকি মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে সন্তুষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

একজন মুসলিমের এটাও বোঝা উচিত যে, তারা শুধুমাত্র অভিভাবক অর্থাৎ মহান আল্লাহ কর্তৃক বিভ্রান্তি ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। এটি অহংকারের যেকোনো লক্ষণকে দূর করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সুরক্ষা খোঁজে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আস্থা যেমন

তাদের আশীর্বাদ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে রক্ষা করে। তাদের উচিত তাদের কাজ ও কথাবার্তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে আরও আশীর্বাদ পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

আল মুকিত - পুষ্টিকর/রক্ষক

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল মুকীত, যার অর্থ হল পুষ্টিকর। মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি সৃষ্টি করেন এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিযিক বন্টন করেন। এর অর্থ রক্ষককেও বোঝানো যেতে পারে যেমন আল্লাহ, মহান, সমগ্র সৃষ্টির একটি কঠোর এবং বিশদ বিবরণ রাখেন।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা তাদের রিজিকের উপর জোর দেবে না এবং এই উদ্বেগ তাদের কখনই হারামের দিকে নিয়ে যাবে না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য বিধান বন্টন করে রেখেছেন। পৃথিবী। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এতদিন আগে একজন ব্যক্তির রিযিক যখন তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল তখন কীভাবে তাদের এড়ানো যায়? দেহের জন্য যেভাবে রিজিকের প্রয়োজন হয়, সেইভাবে আত্মারও প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহই একমাত্র এই রিযিক প্রদান করেন যা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

একজন মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের জন্য তাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই ঐশী নামের উপর কাজ করতে হবে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে বৈধ উপায়ে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার বিধান লাভের জন্য উৎসাহিত করা।

আল হাসেব - দ্য রেকনার

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল হাসিব, যার অর্থ হিসাবকারী। মহান আল্লাহই একমাত্র সমগ্র সৃষ্টিকে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। যে মুসলিম এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে মান্য করবে এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলবে কারণ তারা কোন কাজই ভাল বা খারাপ জানে না, মহান আল্লাহর হিসাব থেকে রক্ষা পাবে।

একজন মুসলমানকে এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের নিজেদের কাজের বিচার করার আগে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বারা গণনা করা হয়। যে ব্যক্তি এটি করবে সে তাদের গুনাহ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালনে সচেষ্ট হতে অনুপ্রাণিত হবে। যে ব্যক্তি তাদের নিজেদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে কেবলমাত্র গাফিলতির গভীরে ডুবে যাবে যতক্ষণ না তারা একটি মহান দিনে তাদের কঠোর হিসাব-নিকাশে পৌঁছায়।

আল জালিল - দ্য ম্যাজেস্টিক

মহান আল্লাহ হলেন আল জালীল, যার অর্থ মহিমান্বিত। এটি অসীম মহত্ত্ব এবং শক্তির গুণাবলী নির্দেশ করে। যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা তাদের সারাদিন সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করবে, যা তাদেরকে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে।

একজন মুসলমানের উচিত সকল নীচ কাজ ও বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান করে এই খোদায়ী নামের উপর আমল করা এবং এর পরিবর্তে উচ্চ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। এটি তর্কাতীতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

আল কারীম - সমস্ত উদার

পরের ঐশ্বরিক নামটি হল আল কারিম, যার অর্থ সর্বজনীন। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে অগণিত নিয়ামত দান করেন তাদের অনুরোধ ছাড়াই। যে মুসলমান এই স্বর্গীয় নাম বোঝে সে অন্য কারো কাছে কিছু চাইবে না। তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের আবেদন জানাবে, মহান আল্লাহ জেনেও কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। সুনান আবু দাউদ, 1488 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহর এই প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি মুসলিম অর্থ থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা। যে এই ধরনের কাজ করে তাকে সর্বদা উদার দ্বারা ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"...

একজন মুসলমানের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা উচিত তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলি অভাবীদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, উদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। আশীর্বাদ ভাগাভাগি করা সম্পদ দান করার বাইরে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে একজনের কাছে থাকা সমস্ত আশীর্বাদ অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন অন্যকে শারীরিক এবং মানসিক সাহায্য প্রদান করা।

আল মুজিব - প্রার্থনার উত্তরদাতা

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল মুজিব, যার অর্থ যিনি প্রার্থনার উত্তর দেন। মহান আল্লাহ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সকল প্রার্থনার উত্তর দেন হয় কারো অনুরোধ পূরণ করে, তার আমলনামা থেকে সমতুল্য গুনাহ মুছে ফেলেন অথবা পরকালে তাদের জন্য সওয়াব সঞ্চয় করে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রার্থনার শিষ্টাচার ও শর্ত পূরণ হয়। জামি আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে একজন ভিক্ষুককে তাঁর দরজা থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে অনেক উদার এবং লজ্জাশীল। জামি আত তিরমিযী, 3556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করার আগেই সাড়া দেন। এটি প্রতিক্রিয়ার শিখর।

যে মুসলিম এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে এবং কখনও উত্তরের আশা ছাড়বে না। তারা একটি প্রার্থনার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচারগুলি পূরণ করার চেষ্টা করবে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক নামের উপর মানুষের ভালো চাওয়া পূরণ করে কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, শামাইল আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস , 335 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনই কাউকে ভাল কিছুর জন্য প্রত্যাখ্যান করেননি।

আল ওয়াসি - বিশাল

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল ওয়াসি , যার অর্থ বিশাল। মহান আল্লাহর উদারতা, করুণা ও নিয়ন্ত্রণ সব কিছুর মধ্যে বিস্তৃত এবং তিনি কখনই একটি বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন না যার ফলে অন্যটি থেকে বিক্ষিপ্ত হয় না। তাঁর করুণার বিশালতা এবং তিনি উদারভাবে সৃষ্টিকে যে আশীর্বাদ দান করেছেন তা সত্যিই অগণিত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 18:

"আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তা গণনা করতে পারবে না।"

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ রহমত ও ক্ষমতা উভয়েই বিশাল। তাঁর করুণা আশাকে অনুপ্রাণিত করে যখন তাঁর শক্তি ভয়কে অনুপ্রাণিত করে।

একজন মুসলমানের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর ভালো চরিত্র অবলম্বন করে কাজ করা, যা ইতিবাচক উপায়ে তাদের সংস্পর্শে থাকা প্রত্যেককে প্রভাবিত করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যতক্ষণ না তারা তাদের চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা সংকুচিত করা উচিত।

আল হাকিম - জ্ঞানী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল হাকিম, যার অর্থ জ্ঞানী। মহান আল্লাহ সকল বস্তুর অসীম জ্ঞানের অধিকারী এবং তাদের প্রকৃত প্রকৃতি এবং তাঁর অসীম জ্ঞান অনুসারে নিখুঁতভাবে কাজ করেন। যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে কখনই তাঁর পছন্দ এবং আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি করবে না এই জেনে যে, মহান আল্লাহর প্রতিটি পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা রয়েছে, যা তাঁর বান্দাদের উপকার করে যদিও তারা তাদের কাছে প্রকাশ্য না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, কারণ প্রজ্ঞার মধ্যে সর্বোচ্চ বিষয় বোঝার অন্তর্ভুক্ত।

একজন মুসলমানের উচিত তাদের জ্ঞান ও আশীর্বাদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা, যাতে তারা উভয় জগতের নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে। এই চূড়ান্ত জ্ঞান একজন ব্যক্তির অধিকারী হতে পারে.

আল ওয়াদুদ - প্রেমময়

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল ওয়াদুদ, যার অর্থ প্রেমময়। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ মুমিনদের ভালোবাসেন এবং তারা তাকে ভালোবাসেন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 54:

"... আল্লাহ [তাদের স্থলে] এমন একটি জাতি সৃষ্টি করবেন যা তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাকে ভালোবাসবে..."

মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর সৃষ্টির অন্তরে একজন ব্যক্তির জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করেন। সহীহ মুসলিম, 6705 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তিনি ফেরেশতা জিবরীল (আঃ)-কেও তাদের ভালোবাসতে নির্দেশ দেন। তিনি পালাক্রমে ফেরেশতাদেরকেও তাদের ভালবাসার আদেশ দেন এবং এই ভালবাসা স্বর্গ ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদের আরও আশীর্বাদ দান করেন যাতে তারা তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে ভালবাসেন তখন তিনি তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষমতা দেন যাতে তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য করে।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ভালবাসা লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কারণ তাঁর নাম ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রেমের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পথ অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজন মুসলিমের উচিত শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। এটি প্রকৃতপক্ষে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নং হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পূর্ণ করার একটি শাখা। তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কাজ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই ভালবাসা এবং অপছন্দের প্রমাণ দেবে।

উপরন্তু, তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসবে যা তাদের সত্যিকারের বিশ্বাসের চিহ্ন। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা মানসিক এবং আর্থিক সহায়তার মতো তাদের উপায় অনুসারে অন্যদের উপকার করার চেষ্টা করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে সমর্থন করবে। তারা ধার্মিক হোক বা না হোক, মুসলিম হোক বা না হোক সবার জন্যই এটা প্রযোজ্য।

আল বাইথ - মৃতদের উত্থাপনকারী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল বাইথ , যার অর্থ মৃতদের উত্থাপনকারী। মহান আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন। তিনি পথনির্দেশের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়কেও জীবন দেন।

যে মুসলিম এই নামটি বোঝে সে আসমান ও পৃথিবীতে প্রতিফলিত হবে এবং বিচার দিবসের পরম প্রয়োজনীয়তা এবং অনিবার্যতা অনুমান করবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা পর্যবেক্ষণ করবে যে মৃত বীজ পৃথিবীর মধ্যে রোপণ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টির মাধ্যমে জীবিত করেন। একইভাবে মানব নামের মৃত বীজকে শেষ দিনে পুনরুত্থিত করা হবে। তারা পর্যবেক্ষণ করবে কিভাবে মহাবিশ্বের মধ্যে সবকিছু নিখুঁত ভারসাম্যের সাথে তৈরি করা হয়েছে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, জলচক্র, সমুদ্র ও মহাসাগরের ঘনত্ব, পৃথিবীর ঘনত্ব এবং এর থেকে অনুমান করবে যে এক প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস, মানুষের কর্ম, এটি হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হবে না. মানুষের ক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে এটিও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। যখন কেউ এই ঐশ্বরিক নামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, তখন তারা কার্যত তাদের পুনরুত্থানের জন্য প্রস্তুত হবে যে আশীর্বাদগুলি তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

একজন মুসলিমকে তাদের আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে এই ঐশী নামের উপর কাজ করতে হবে। তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক স্মরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক মৃতদেহকে পুনরুত্থিত করবে, কারণ জীবিত এবং মৃতের মধ্যে পার্থক্য হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি সহীহ বুখারি, 6407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা অন্যদেরকে, বিশেষ করে

তাদের আশ্রিত ব্যক্তিদেরকে ইসলামিক জ্ঞান শিখতে এবং তাতে কাজ করতে উৎসাহিত করবে যার ফলে তাদের আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়কে পুনরুত্থিত করার একটি উপায় হয়ে উঠবে।

আল হক - সত্য

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল হক, যার অর্থ সত্য। মহান আল্লাহই সত্য, কারণ তিনি অন্য কিছুর প্রয়োজন ছাড়াই আছেন। যদিও সৃষ্টির অস্তিত্ব শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগের কারণে, তাই তারা কখনই সত্য হতে পারে না। অধ্যায় 55 আর রহমান, আয়াত 26-27:

" এর [অর্থাৎ পৃথিবীর] প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেখানেই থাকবে আপনার প্রভুর মুখমণ্ডল, মহিমা ও সম্মানের মালিক।"

যে মুসলিম এই নামটি বোঝে, সে সমস্ত জিনিস যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়, তার অনুমোদন ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে মিথ্যা হিসাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং তাই তাদের সাথে সংযোগ এড়িয়ে চলবে। তারা পরিবর্তে সমস্ত জিনিসের সাথে সংযুক্ত করবে যা মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, কারণ সত্যের সাথে যুক্ত জিনিসটি তাঁর রহমতের মাধ্যমে সত্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত হবে, আন্তরিকভাবে তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে।

একজন মুসলমানকে তাদের সৃষ্ট মাত্রা অনুযায়ী সত্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে এই ঐশী নামের উপর কাজ করতে হবে। এটি সত্যবাদিতার বিভিন্ন দিক অবলম্বন করে অর্জিত হয়। প্রথমটি হল তাদের উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা, কথা বলার সময় এবং কাজ করার সময়, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশি না করা। তারা হয় সত্যের সাথে যা যুক্ত তা বলবে বা নীরব থাকবে। পরিশেষে, তারা যে

আশীর্বাদগুলো তাদের দেওয়া হয়েছে তা সত্য উপায়ে ব্যবহার করবে, অর্থাত্, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, সত্য। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

আল আউয়াল - প্রথম এবং আল আখির - শেষ

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামগুলি হল আল আউয়াল, যার অর্থ প্রথম এবং আল আখির, যার অর্থ শেষ। যখন কোন সৃষ্টি ছিল না, সেখানে প্রথম, মহান আল্লাহ ছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা ও শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টির অস্তিত্ব আনা হয়েছিল। শেষটি এই সত্যটিকে নির্দেশ করতে পারে যে যখন সমস্ত সৃষ্টি প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তিনি একাই সহ্য করবেন, যেমন তিনি করেছিলেন। অধ্যায় 55 আর রহমান, আয়াত 26-27:

" এর [অর্থাৎ পৃথিবীর] প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেখানেই থাকবে আপনার প্রভুর মুখমণ্ডল, মহিমা ও সম্মানের মালিক।"

যে মুসলমান এই নামগুলি বোঝে, সে নিশ্চিত করবে যে প্রত্যেকটি কাজ প্রথম, মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম সংশোধন করে। তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যকে তাদের সকল কাজে প্রথম অগ্রাধিকার দেবে। তারা ক্রমাগত তাদের মৃত্যুকে স্মরণ করবে, যা তাদের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করবে। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই নামগুলোর উপর আমল করতে হবে যখন ভাল কাজ করার সময় এবং বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় প্রথম হতে হবে এবং যখন বস্তুজগতকে সুন্দর করার জন্য আসে তখন শেষ হতে

হবে। তারা ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর কাজ করবে যাতে তারা মহান আল্লাহর নৈকট্যের দিকে যাত্রা করে এবং তাঁর উপস্থিতিতে পৌঁছায়, কারণ এটিই চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি সৃষ্ট সত্তা পৌঁছতে পারে। অধ্যায় 54 আল কামার, আয়াত 55:

একজন সার্বভৌম, সক্ষমতার কাছে নিখুঁত সম্মানের আসনে।"

আল জাহির - দ্য ম্যানিফেস্ট এবং আল বাতিন - লুকানো

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামগুলি হল আল জাহির, যার অর্থ প্রকাশ এবং আল বাতিন, যার অর্থ লুকানো। মহান আল্লাহ তাঁর স্বর্গীয় গুণাবলী এবং আদেশের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অথচ তাঁর সত্তায় সৃষ্টির কাছ থেকে লুকিয়ে আছেন।

যে মুসলিম এই নামগুলি বোঝে সে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করবে যাতে আল্লাহকে চিনতে পারে, তাঁর প্রকাশ্য নিদর্শনগুলির মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মুসলমান রাত ও দিন নিয়ে চিন্তা করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয় এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য জিনিসগুলি তারা সত্যিই বিশ্বাস করবে যে এটি কোনও এলোমেলো জিনিস নয় যার অর্থ, একটি শক্তি রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। উপরন্তু, যদি কেউ রাত এবং দিনের নিখুঁত সময় নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। একাধিক ঈশ্বর থাকলে প্রত্যেক ঈশ্বরই রাত ও দিন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটতে চান। এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ একজন ঈশ্বর সূর্যের উদয় হতে চাইতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে চান। মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া নিখুঁত নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

মহান আল্লাহর স্বীকৃতি তাঁর প্রকাশ্য নিদর্শনের মাধ্যমে একজনকে তাঁর সত্তার প্রতি বিশ্বাসে দৃঢ় হতে সাহায্য করবে। দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর আন্তরিক আনুগত্য এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

একজন মুসলিম এই স্বর্গীয় নামগুলির উপর কাজ করবে যতটা সম্ভব সৃষ্টির কাছ থেকে তাদের ভাল কাজগুলি লুকিয়ে রাখবে যাতে সেগুলি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। তারা সুনাম ও খ্যাতি খোঁজার পরিবর্তে সৃষ্টির মধ্যেই লুকিয়ে থাকা বেছে নেবে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে সে মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা ভাল আদেশ এবং মন্দ নিষেধে প্রকাশ পাবে এবং প্রকাশ্যে সত্যের পক্ষে দাঁড়াবে যদিও এটি মানুষের সমালোচনার দিকে নিয়ে যায়। তারা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেবে, যার ফলে তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের উপর তাদের ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তাদের কাছ থেকে উত্তম কথা ও কাজ প্রকাশ পাবে যার ফলে উভয় জগতের নিজের এবং অন্যদের উপকার হবে।

আল বার - ভাল কাজ

পরের ঐশ্বরিক নামটি হল আল বার, যার অর্থ ভালোর কর্তা। উভয় জগতের সকল কল্যাণের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। এমনকি মহান আল্লাহর হুকুম, যা ক্ষতিকর বলে মনে হতে পারে তাতে সৃষ্টির জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই পৃথিবীতে ঐশ্বরিক শাস্তি একজনকে তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তার আচরণ সংস্কার করতে উত্সাহিত করে।

যে মুসলিম এই নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর প্রতিটি আদেশ এবং পছন্দকে ইতিবাচক উপায়ে পালন করবে, জেনে রাখবে যে তার সমস্ত আদেশ ভাল রয়েছে, যদিও সেগুলি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটি তাদের অসুবিধার সময় ধৈর্যশীল থাকতে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞ থাকতে সহায়তা করবে।

একজন মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ভালো কাজের জন্য প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, শক্তি, সুযোগ এবং জ্ঞান ব্যবহার করে। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভাল কাজ করার উপর অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তত বেশি তাদের মন ও শরীরকে আরও ভাল কাজ করার ক্ষমতা দেবেন। সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খোদায়ী ভালবাসা এবং যত্ন তাদের উভয় জগতেই পরিবেষ্টন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 195:

"... নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

আল ওয়াকিল - ট্রাস্টি

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল ওয়াকিল, যার অর্থ ট্রাস্টি। এর অর্থ এই হতে পারে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি সৃষ্টির বিষয় ও প্রয়োজনের জন্য দায়ী এবং তাঁর অসীম প্রজ্ঞা অনুসারে সেগুলি পূরণ করেন।

একজন মুসলিম যে এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর কাছে তাদের বিষয়গুলি অর্পণ করবে, জেনে রাখবে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সেরাটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তারা এটা প্রমাণ করবে ধৈর্য্য ধরে এমনকি কষ্টের সময়েও সন্তুষ্ট এবং আরামের সময়ে কৃতজ্ঞ। দুর্যোগের সূচনা থেকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের কাছে থাকা সমস্ত নিয়ামত ব্যবহার করে একজনের কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যদি তারা এটির উপর অটল থাকে তবে তারা এমন পর্যায়েও পৌঁছাতে পারে যেখানে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে কৃতজ্ঞ হয় জেনে যে ট্রাস্টি তাদের বিষয়গুলি সর্বোত্তম উপায়ে দেখাশোনা করছে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

একজন মুসলমানের এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা উচিত যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ তাদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক দান করা হয়েছে, তাই তারা আশীর্বাদের আমানতদার, প্রকৃত মালিক নয়। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের অর্পিত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাদের অবশ্যই একজন ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করতে হবে। একজন মুসলিমের উপর অর্পিত সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল ঈমান। তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে এই আস্থা পূরণ করতে হবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হতে হবে। এই আশীর্বাদগুলির মধ্যে একজনের নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের নির্ভরশীলদের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আচরণ ও শিক্ষা দিয়ে এই আস্থা পূরণ করতে হবে কোনো অবহেলার লক্ষণ ছাড়াই।

আল মতিন - ফার্ম

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল মাতিন, যার অর্থ দৃঢ়। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও শক্তিকে নির্দেশ করে।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে কখনই সৃষ্টিকে ভয় করবে না যখন আল্লাহকে মান্য করবে, কোন কিছুই জানে না যে মহান আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। তারা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করবে এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলবে কারণ তারা জানে যে তারা তাদের কর্মের পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে না। তারা তাদের প্রদত্ত অবকাশ দ্বারা প্রতারিত হবে না এবং পরিবর্তে তাদের উপায় সংশোধন করার জন্য এই সময় ব্যবহার করবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 183:

" এবং আমি তাদের সময় দেব। প্রকৃতপক্ষে, আমার পরিকল্পনা দৃঢ়।"

একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে দৃঢ় হয়ে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে, নির্ভয়ে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। সৃষ্টি, দুর্বলতা বা অলসতা। এই দৃঢ়তার অর্থ এই নয় যে পরিপূর্ণতা প্রত্যাশিত, কারণ এটি সম্ভব নয়। বরং একজনকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে হবে এবং যখনই তারা যাত্রা করবে তখনই আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে। এই মহান আল্লাহর দৃঢ় বান্দা, যদিও তারা পাপ করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 30:

“নিশ্চয় যারা বলেছে, “আমাদের রব আল্লাহ” অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের উপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবেন, [বলবেন], “ভয় পেও না এবং দুঃখ করো না বরং জান্নাতের সুসংবাদ পাও। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।"

একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের শক্তি অনুযায়ী মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে হবে এবং ভালোর আদেশ দিতে হবে, বিশেষ করে তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়ে নম্র ও নমনীয় হওয়া দৃঢ়তার বিরোধী নয়, বাস্তবে তা সুন্দর করে। অতএব, দৃঢ়তাকে কঠোরতার সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়।

আল হামিদ - প্রশংসিত

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল হামিদ, যার অর্থ প্রশংসিত। মহান আল্লাহ হলেন তিনি যিনি তাঁর স্ব-প্রশংসা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা দ্বারা প্রশংসিত হন। এর অর্থ এই যে, মহান আল্লাহ হলেন তিনি যিনি তাঁর ধার্মিক বান্দাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রচেষ্টার জন্য তাদের সুন্দর প্রতিদান দেন।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করতে, নিজেদের প্রশংসা করতে এবং তাদের অধিকার নিয়ে চিন্তা করতে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকবে। এটি তাদের অহংকার থেকে দূরে রাখবে যা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রশংসনীয় কর্ম সম্পাদন এবং একটি প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বন করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করতে হবে। এটি তর্কাতীতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

আল মুহি - জীবনদাতা এবং আল মুমীত - মৃত্যুদাতা

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল মুহি আল মুমীত, যার অর্থ জীবনদাতা এবং মৃত্যুদাতা। মহান আল্লাহই জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই সৃষ্টি করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আন্তরিকভাবে তার আদেশ পালন করবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকবে এবং সৃষ্টিকে ভয় না করে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করবে, যদিও জানে যে মহান আল্লাহ ছাড়া জীবন বা মৃত্যু আর কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে না। . উপরন্তু, একজন মুসলিম যে এই সত্যকে স্বীকার করবে সে বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহ যেমন প্রত্যেক সৃষ্টির শুরু এবং শেষ বেছে নিয়েছেন, তিনিও এর মধ্যে যা কিছু ঘটে তার সবকিছু বেছে নিয়েছেন। মহান আল্লাহর পছন্দগুলি অনিবার্য তাই তাদের মুখোমুখি হওয়ার সময় অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। এর পরিবর্তে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা যাতে তারা প্রতি মুহূর্তের সাথে প্রতিদান পায়। উদাহরণস্বরূপ, তাদের কঠিন সময়ে ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে জীবিত করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা এবং তাদের অহংকার ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের মৃত্যু ঘটানো এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে তাদের নিজেদের থেকে দূর করার চেষ্টা করা।

আল ওয়াহিদ - এক /একক

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল ওয়াহিদ, যার অর্থ একক। মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে একক। তিনি কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা সাদৃশ্যপূর্ণ নন এবং তিনি অংশীদার বা সমকক্ষ ছাড়াই।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা নিশ্চিত করবে যে তাদের কর্মগুলি কেবলমাত্র একটি একক সত্তার জন্য আন্তরিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, আল্লাহ, মহান। অন্যথায়, তারা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রয়াস, ঘৃণা, দান ও স্থগিত করা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল মুনতাকিম - দ্য অ্যাভেঞ্জার

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল মুনতাকিম, যার অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণকারী। যারা তার দুর্বল বান্দাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রতিশোধ নেন কারণ তারা নিজেদের রক্ষা করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

যে মুসলিম এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার করবে না, বিশেষ করে যারা প্রতিরক্ষাহীন বলে মনে হয় বাস্তবে তাদের রক্ষাকর্তা এবং প্রতিশোধদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এবং বিশেষ করে বিচার দিবসে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজগুলো তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ তাদের অত্যাচারীর কাছে স্থানান্তরিত করবেন। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে যা তাদেরকে মন্দের দিকে অনুপ্রাণিত করে মহান আল্লাহর কঠোর আনুগত্যের অধীন করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . এবং একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিসের প্রতিশোধ নিতে হবে।

আল জামি - দ্য ইউনিট

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল জামি, যার অর্থ একক। এর অর্থ মহান আল্লাহ একই রকম ও ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে একত্রিত করেন এবং একত্র করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি এই পৃথিবীতে মানুষকে একত্রিত করেছেন এবং বিচারের দিন তা করবেন। তিনি ধার্মিকদের জান্নাতে এবং পাপীদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন। তিনি এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাণী এবং মানবদেহের বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ কাঠামো তৈরি করেছেন।

যে মুসলিম এই নামটি বোঝে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি যে বিভিন্ন জিনিসকে একত্রিত করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করবেন, কারণ অনুরূপ এবং ভিন্ন জিনিসগুলির একীকরণ একজন জ্ঞানী স্রষ্টাকে নির্দেশ করে। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে আদেশ করেছেন, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং ভালো সঙ্গী, তাদের সাথে যা ভাল তা তিনি একত্রিত করতে চাইবেন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 119:

" হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"

একজন মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করবে যা ভাল তা নিয়ে মানুষকে একত্রিত করতে এবং মন্দ বিষয়ে তাদের আলাদা করার চেষ্টা করবে। বিপরীত আচরণ করা একটি শয়তান মানসিকতা যা এড়িয়ে চলতে হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

“ আর আমার বান্দাদেরকে বল যেটি সর্বোত্তম তা বলতে। প্রকৃতপক্ষে, শয়তান তাদের মধ্যে বিবাদের বীজ বপন করে..."

তারা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে তাদের বাহ্যিক কর্মের সাথে একত্রিত করবে, ফলে ভন্ডামি পরিহার করবে। তারা তাদের চরিত্র ও কর্মকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে একত্রিত করবে এবং এর মাধ্যমে তাদের নিজেদের মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য ও কর্মকে একত্রিত করবে।

আল গনি - ধনী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল গনি, যার অর্থ ধনী। মহান আল্লাহ কোন কিছুর প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ধনী যেখানে সৃষ্টিগুলি দরিদ্র এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রয়োজন।

যে মুসলিম এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সমস্ত কিছু চাইবে। তারা বুঝবে যে, পার্থিব ও দ্বীনি সমৃদ্ধি যা কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত একমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

একজন মুসলমানকে এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে মানুষের থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত জগত এবং মানুষের সম্পদ থেকে স্বাধীন হওয়া সুনানে ইবনে মাজা, 4102 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং মানুষের ভালবাসার দিকে পরিচালিত করবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ ব্যবহার করে তাদের জন্য সুস্বাস্থ্যের মতো আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা আইনত পূরণ করতে পারে এবং তাদের জন্য এই দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারের মতো অন্যদের উপর নির্ভর করে অলসতা এড়াতে পারে।

আল -ধার - যিনি ক্ষতির সিদ্ধান্ত নেন এবং আল নাফি - যিনি উপকারের সিদ্ধান্ত নেন

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল ধার আল নাফি, যার অর্থ যিনি ক্ষতির সিদ্ধান্ত নেন এবং উপকারের সিদ্ধান্ত নেন। যারা অবিরাম অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষতির নির্দেশ দেন। তবে এই ক্ষতির মধ্যেও অনেক কল্যাণ রয়েছে যেমন বিচার দিবসে পৌঁছানোর আগে নিজের পাপ মুছে ফেলা। এটি সহীহ মুসলিম, 6561 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে উপকার পেতে এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে ক্ষতি এড়াতে চেষ্টা করবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে অন্যদের থেকে তাদের ক্ষতিকে দূরে রেখে এবং শুধুমাত্র তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সুবিধা প্রদান করে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

আল বাকি - চিরস্থায়ী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নামটি হল আল বাকী, যার অর্থ চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ, তিনি সৃষ্টি সৃষ্টির পূর্বে অনন্তকাল ধরে ছিলেন এবং কোন শেষ ছাড়াই অবিরত থাকবেন।

যিনি এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝেন তিনি প্রায়শই তাদের মরণশীলতার অর্থ, তাদের মৃত্যুকে স্মরণ করবেন। এটি তাদের এ বিষয়ে গাফেল না হয়ে ইহকাল ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করবে। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশী নামের উপর আমল করতে হবে যেগুলো দুনিয়ার সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে এমন পার্থিব কর্মের চেয়ে মহান আল্লাহর রহমতে টিকে থাকা কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 3681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান তাদের যে কোনো ধরনের চলমান দাতব্যের জন্য সওয়াব পেতে থাকবে। তাদের মৃত্যু। এটি এমন এক ধরনের দাতব্য যেখানে সৃষ্টি তার থেকে উপকৃত হতে থাকে, যেমন একটি পানির পাম্প। সহজভাবে বললে, যদি কোনো মুসলমান তাদের কর্ম ও প্রচেষ্টাকে বস্তুজগতের দিকে পরিচালিত করে যে তারা এখনও ধ্বংস হয়ে যাবে, তবুও পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের প্রচেষ্টা ও কর্মকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে, সে দেখতে পাবে যে তাদের কাজগুলি স্থায়ী হবে এবং তারা তাদের পরকালের যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের উপকার করবে, যেমন তাদের কবর। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 96:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

একটি নূর - আলো

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আন নূর, যার অর্থ আলো। মহান আল্লাহই সেই ব্যক্তি যিনি অস্তিত্বের অন্ধকার থেকে সমস্ত কিছুকে সত্তার আলোর দিকে টেনে আনেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সমস্ত ভাল-মন্দ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন যাতে তারা পরকালে শান্তির আবাসে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে। তিনিই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এর ভিতরের সবকিছুকে আলোকিত করেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 35:

"আল্লাহ নভোমন্ডল ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের উদাহরণ হল একটি কুলুঙ্গির মত যার মধ্যে একটি প্রদীপ রয়েছে; প্রদীপটি কাঁচের মধ্যে, কাচটি যেন একটি মুক্তো [সাদা] তারার মতন যা একটি আশীর্বাদপুষ্ট জলপাই গাছের তেল থেকে আলোকিত হয়, পূর্ব বা পশ্চিমের নয়, যার তেল আগুন দ্বারা স্পর্শ না করলেও প্রায় জ্বলবে। আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার নূরের দিকে পরিচালিত করেন..."

যে মুসলিম এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা মহান আল্লাহর উপদেশ ও আদেশের উপর কাজ করবে, কারণ তারা সত্যের উপর আলোকপাত করবে এবং মানুষকে শাশ্বত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে যে সমস্ত কাজগুলি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখে, যেমন পাপ। পরিবর্তে তাদের অবশ্যই সেই কর্মগুলি সম্পাদন করতে হবে যা

তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে আলোকিত করে এবং উভয় জগতে তাদের একটি পথনির্দেশক আলো প্রদান করে। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৩৪ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল হাদি - গাইড

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল হাদি, যার অর্থ পথপ্রদর্শক। মহান আল্লাহ, তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে সেই দিকে পরিচালিত করেন যা উভয় জগতের জন্য তাদের জন্য উপকারী এবং যা তাদের ক্ষতি করে তা থেকে তাদের পথ দেখান। অধ্যায় 91 আশ শামস, আয়াত 8:

"এবং এর দুষ্টতা এবং এর ধার্মিকতা [বিচক্ষণতার সাথে] এটিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।"

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা লাভ করবে। যে অন্য কিছু থেকে হেদায়েত চায় সে দীর্ঘস্থায়ী সফলতা পাবে না।

একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের জ্ঞান অনুযায়ী পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়ে যা তাদের জন্য উপকারী তা নির্দেশ করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে উঠবে অর্থ, যে অন্যদের জন্য পছন্দ করে যা তারা নিজের জন্য চায়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আল ওয়ারিথ - উত্তরাধিকারী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আল ওয়ারিথ, যার অর্থ উত্তরাধিকারী। মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এবং এর উপর থাকা সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হবেন যেমন বাস্তবে সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো নয়।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে, সে বস্তুজগতের কোন কিছুর সাথেই সংযুক্ত হবে না এবং তার পরিবর্তে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের দেওয়া সমস্ত কিছু ব্যবহার করবে। ধৈর্য মুসলমানরা যদি তাদের কাছে থাকা জিনিসগুলিকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ব্যবহার করে যেমন তাদের সম্পদ তারা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনকালে বা মারা গেলে জিনিসগুলি হারাবে। কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে তারা উভয় জগতেই তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করতে হবে যাতে নবীগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার চেষ্টা করা হয়, যা ইসলামের মধ্যে পাওয়া জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 223 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই উত্তরাধিকার স্থায়ী হবে যেহেতু এটি মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত, যেখানে সমস্ত পার্থিব উত্তরাধিকার ধ্বংস হয়ে যাবে।

সবুর হিসাবে - রোগী

পরবর্তী ঐশ্বরিক নাম আস সবুর, যার অর্থ রোগী। মহান আল্লাহ ধৈর্যশীল কারণ তিনি শাস্তির যোগ্যদের জন্য তাড়াহুড়া করেন না। পরিবর্তে, তিনি তাদের অগণিত আশীর্বাদ এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করার সুযোগ প্রদান করে চলেছেন। তিনি তাড়াহুড়ো বা বিলম্ব না করে সৃষ্টির উপকার করার জন্য সর্বোত্তম সময়ে জিনিসগুলি নির্ধারণ করেন।

যে মুসলিম এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে শাস্তি নামার আগে আন্তরিক অনুতাপের দিকে ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগগুলি গ্রহণ করবে। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং প্রয়োজনে মানুষের কাছ থেকে একই বা অনুরূপ পাপ থেকে পুনরায় বিরত থাকার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং মহান আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। মানুষ

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশী নামের উপর সমস্ত বিষয়ে ধৈর্য্য সহকারে কাজ করতে হবে কারণ এটি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া আবশ্যক। . মহান আল্লাহ তাদের জন্য ধৈর্য ধারণ করবেন এই আশা নিয়ে মানুষের সাথে আচরণ করার সময় তারা ধৈর্য ধারণ করবে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য যা উত্তম তা বেছে নেন, যদিও তারা তাঁর পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"... কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অতএব, একজন মুসলমানের একমাত্র যা করা দরকার তা হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক আচরণ প্রদর্শন করা যাতে তারা প্রচুর সওয়াব লাভ করে। যেমন, অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe